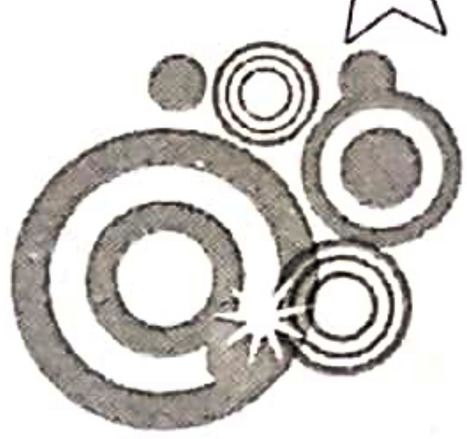

গল্পসূচি

ছড়ির তরবারি
বারুদের বৃষ্টি
ঝরণা কাঁদে না তবু
সাক্ষী তাঁর তীরের ফলা
পিতার হাতে বন্দি পুত্র
গজবের ঘূর্ণি
হাওয়ার গম্বুজ
বাতাসের ঘোড়া
মহান মেজবান
সোনার মখমল
ঢেউয়ের মিনার
সফল জীবন
রাসূল (সা) আমার আলোর জ্যোতি

দারুণ দুঃসাহসী এক অবাক পুরুষ। নাম উকাশা ইবন মিহসান (রা)। সবাই তাকে ডাকে আবু মিহসান নামে।

এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

এই নামেই তিনি পরিচিত।

রাসূলও (সা) তাকে আদর করে কাছে ডাকেন আবু মিহসান বলে।

রাসূলের (সা) ডাক !

সে ডাকে মধু ঝরে।

সে ডাকে শিশির ঝরে।

আর কুল কুল করে বয়ে যায় আবু মিহসানের বুকের ভেতর আনন্দ ও খুশির কোমল ঝরণা ধারা।

কেন বইবে না !

রাসূল (সা) হলেন মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ। নবীদের মধ্যে সেরা ও শ্রেষ্ঠ নবী। সেই মহামানবের ডাক শুনে কার না হৃদয় আপ্লুত হয় ?

আবু মিহসানও আপ্লুত হলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসায়। তাঁর অসীম মানবিকতায়।

তখনও ইসলামের পালে লাগেনি সুবাতাস।

তখনও মসৃণ হয়নি ইসলামের পথ। বরং সে পথে ছিল কাঁটা আর কাঁটা। বলা যায় বন্ধুর গিরিপথ। কঙ্কর ছিটানো। আঁকাবাঁকা।

যারা সাহসী তারাই কেবল সেই পথের যাত্রী হচ্ছেন। ধীরে ধীরে। এই সাহসীদের সহযাত্রী হলেন আবু মিহসান (রা)।

তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

সাথে সাথে তার চারপাশে জ্বলে উঠলো বিরুদ্ধতার আগুন। হিংস্র দাবানল। তবু তিনি সিদ্ধান্তে অনড়। অটল ঈমানের ওপর। ঠিক যেন হিমালয় পর্বত।

ইসলাম গ্রহণের পর অনেকের মত তিনিও টিকতে পারলেন না মক্কায়।

মক্কা তার জন্মভূমি। মক্কা তার প্রাণপ্রিয় আবাসভূমি।

তবুও, সেই প্রিয় জন্মস্থান ছেড়ে তিনি হিজরত করলেন মদিনায়। পেছনে পড়ে রইলো স্মৃতিবাহী শৈশব ও কৈশোরের নগরী।

চেনা-জানা আপনজন আর নিত্যকার হাঁটাচলার পথঘাট।

তবুও তার মনে কষ্ট নেই। দুঃখ নেই। আছে কেবল এক অপার্থিব আনন্দ।

সেটা আল্লাহকে খুশি করার আনন্দ। সেটা রাসূলকে (সা) কাছে পাবার তৃপ্তি। সেটা ইসলামের বিশাল আকাশের নিচে ঠাঁই করে নেয়ার খুশি।

সেদিনের জন্য এই ধরনের ত্যাগ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ, রাসূল (সা) ও ইসলামকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসলেই কেবল এমন ত্যাগ স্বীকার করা যায়।

আবু মিহসানও তাই করলেন। এটাতো তুচ্ছ ত্যাগ তার কাছে। এর চেয়েও বড় কোরবানি তিনি করেছিলেন ইসলামের জন্য।

সে সবই তো এখন ইতিহাস হয়ে আছে। সোনালি ইতিহাস।

বদর যুদ্ধ!
সেই কঠিন যুদ্ধের ময়দানে অন্যান্য সাহাবীর সাথে আবু মিহসানও ছিলেন দুর্বার, দুঃসাহসী।
তখন তো ছিল না যুদ্ধের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। হাতের তরবারি আর বর্শা-এ ধরনের অস্ত্রই সম্বল।
কাফেরদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি দুঃসাহসী সত্যের সৈনিক। সংখ্যায় তারা নগণ্য। সমরাস্ত্রও অপ্রতুল। কিন্তু বিশাল তাদের ঈমানী শক্তি।
সেই শক্তি আল্লাহর দেয়া শক্তি।
সেই শক্তি রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার শক্তি।
সুতরাং তাদের আর কিসের পরওয়া ?
অন্যান্য বীর মুজাহিদদের সাথে সমান তালে যুদ্ধ করছেন আবু মিহসান।
শত্রুর ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত সামনের দিকে।
যুদ্ধ করতে করতেই হঠাৎ ভেঙে গেল তার হাতের সেই বহুল ব্যবহৃত তরবারিটি।
এখন উপায় ?
যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিঠটান দেয়ার কথা ভাবতেও পারেন না তিনি। আবার খালি হাতে যুদ্ধ করাও তো সম্ভব নয়। কারণ এটা তো নয় মল্লযুদ্ধের ময়দান।
কি করা যায় ?
ভাবছেন তিনি।
তার অভিপ্রায় এবং আকুতি বুঝলেন দয়ার নবীজি (সা)। তিনি মুহূর্তেই আবু মিহসানের হাতে তুলে দিলেন একটি খেজুরের ছড়ি।
রাসূলের (সা) দেয়া সেই ছড়িটির আগা সুচালো করে তাই দিয়েই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন বদরের প্রান্তরে। এবং যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত।
বিস্ময়করই বটে !
এটা কিভাবে সম্ভব হলো ?
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুকূল্য পেলে কি না সম্ভব হয়!
শুধু বদর যুদ্ধই নয়, উহুদ, খন্দকসহ সংঘটিত সকল যুদ্ধেই তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। এই সব যুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল অসীম।
হিজরি সপ্তম সনের রবিউল আউয়াল।
আবু মিহসানকে দায়িত্ব দেয়া হলো বনি আসাদের মূলোৎপাটনের জন্য।
তিনি দায়িত্ব পেয়েই তার চল্লিশজনের এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন।